বিভক্তির সাতকাহন - ২৫
ভজন সরকার

প্রয়াত এক বামপন্থি নেতা যিনি ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থেকে ধাপে ধাপে নেতা হয়ে উঠেছিলেন , মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন, নিজেও ছিলেন তার রাজনৈতিক আদর্শের মতই সৎ ও আদর্শবাদী তার ব্যক্তি ও পেশাগত জীবনে । আপাদ মস্তক অসাম্প্রদায়িক এই নেতা তার স্বীয় যোগ্যতা বলেই একটা বাম দলের সাধারণ সম্পাদকের মতো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মৃত্যুর পূর্ব পযর্ন্ত । নিতান্তই এক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিপর্যয়ে তিনি আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । আর সেই থেকে তার পরিবারের সাথেও কালের পরিক্রমায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে প্রথমেই যে ধাক্কাটা খেলাম তাতেই হতবাক হবার পালা । তিনি তার পরিবারের ভেতরই এক বিচ্ছিন্ন মানূষ । নিজের বামপন্থি আদর্শের ছিটে ফোটাও পড়ে নি তার পরিবারের মানূষগুলোর ভেতর । একমাত্র তিনি ছাড়া আর বাকী সবাই প্রচন্ড ধর্ম-পরায়ন , নৈমিত্তিক ধর্ম-পালন শুধু নয় , ধর্মীয় অনুশাসনের সবকিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালিত হয় এই কট্টর বামপন্থি মানুষটির বাড়িতে ।

এক সুযোগে আমি তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি চরম হতাশার সাথে আমাকে যা বলেছিলেন আজো তা আমাকে ভাবিয়ে তোলে । এক বুক দীঘর্শ্বাস ছেড়ে তিনি বলেছিলেন, তার আদর্শ আজ এতই ব্যর্থ যে এই ব্যর্থতা দিয়ে নিজের পরিবারকেও অনুপ্রেরনা জোগাতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি । তার কারণ খুব সহজ, আদর্শ আর সততা দিয়ে ভালো ভালো বক্তৃতা দেয়া যায় কিন্তু সংসার করতে লাগে অর্থ -প্রভাব-প্রতিপত্তি-সামাজিক মর্যাদা। অর্থ্যাৎ এক কথায় ক্ষমতা । আর সেখানেই তার পরাজয় । আর আজকের এই ঘুনে ধরা সমাজে এই পরাজয়ের গ্লানি প্রায় সব আদর্শ ও নীতিবান মানুষেরই । সেদিন এই প্রচন্ড আদর্শবাদী মানুষটির সামনে মাথা নত হয়ে এসেছিলো আমার এক অপাথির্ব শ্রদ্ধা আর ভালবাসার আবেগে ।

শুধু এই বাম পন্থি নেতা কেনো , প্রচন্ড যুক্তিবাদী মানুষদেরকেও দেখেছি পারিবারিক আর সামাজিকভাবে কি রকম অসহায় তাদের পারিপার্শ্বিকতার কাছে । নিজে প্রচন্ড নাস্তিক হয়েও নিজের পরিবারের কাউকেই নিজের মতাদর্শে দীক্ষিত করতে পারেন নি । তাই প্রয়াত ডঃ আহমদ শরীফ বিভিন্ন আডডায় বলতেন , কী ভাবে তাকেও সামলাতে হয় এ ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক চাপ । আর হুমায়ুন আজাদকে তো কবরই দেয়া হলো তার জীবতকালীন প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে । অবশ্য পরিবারের যুক্তি ছিলো এরকম যে, তার অনেক সাধই তো অপূর্ণ রয়ে গেছে, না হয় আরও একটা যোগ হোক সে তালিকায় । না, আমি সে বাস্তবতার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতে চাই না । শুধু উল্লেখ করতে চাই, সমাজের একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে কী কঠিন আর রূঢ় এ স্রোতের প্রতিকূলে হাঁটা । কেন না , সবাই তো ডঃ শরীফ কিংবা ডঃ আজাদ নন । আর সবার সামাজিকতার সূতোও বাধা নেই এতটা উচ্চ-গ্রামে ।

প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে কথা বলা তো দূরে থাক , নিদেন পক্ষে অসাম্প্রদায়িক চেতনাটুকু লালন করে টিকে থাকাই আজ বড় কঠিন সবখানে । একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে আস্তে আস্তে সাবর্জনীন কথাটাই উবে যাচ্ছে যেনো । কি দেশে কি বিদেশে সর্বত্রই মানুষের সম্মিলন সেঁটিয়ে যাচ্ছে অধিকাংশই ধর্মীয় আচার-আচরনের ভেতর এবং বাকীটুকু গোষ্ঠি বা গোত্রের আবর্তে । আর এটা তো সত্যি যে, যতই সাবর্জনীন বলে গলা ফাটাই না কেনো কোন ধর্মই সবাইকে সমান অধিকার দেয় না । না আচারে ,না আচরনে । আর নাস্তিকের বিপদ, সেতো না ঘটকা- না ঘরকা । না ঘটিতে তোলা জল, না দীঘির অতল । সেই বামপন্থি নেতার মতো নাস্তিকের বিচ্ছিন্নতা পরিবার থেকে শুরু হয়ে ক্রম প্রসারমান সবখানে যেনো ।

(চলবে)

।। ডিসেম্বর - ২০০৬, কানাডা ।। sarkerbk@gmail.com